[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সম্পাদকীয় ।। জাল সনদে বেতন নেওয়া শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড, একটি জাতির ভিত্তি বলা হয়। শিক্ষকদের নৈতিকতা, সততা ও আদর্শই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূলে থাকে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ শিক্ষক দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাল বিএড সনদ ব্যবহার করে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করেছেন। এ খবর শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও সম্মানকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং একই সঙ্গে সরকারি টাকা আত্মসাতের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধও বটে। যা চাকরিবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০১৯ সালে বিদ্যালয়টি এমপিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে জাল সনদ দেখিয়ে তারা উচ্চতর স্কেলে বেতন গ্রহণ করে আসছেন। অথচ বাস্তবে তারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর কেন্দ্র থেকে এখনো বিএড অধ্যয়নরত এবং মাত্র প্রথম সেমিস্টার শেষ করেছেন। এই তথ্য নিজেই প্রমাণ করে তারা সুস্পষ্ট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

অধিকতর উদ্বেগজনক হলো, বিদ্যালয়ের আরেক সহকারী শিক্ষক আখি তারা খাতুন জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অপরাধে জেল খেটে এসেছেন, তবুও হাজিরা ছাড়া তাকে বেতন প্রদান করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে এ ধরনের অনিয়মে সমর্থন দেওয়া কেবল নৈতিক অধঃপতন নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন শিক্ষকই অনিয়মের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেন, তখন শিক্ষার্থীদের কাছে সততা ও নৈতিকতার যে শিক্ষাটি দেওয়ার কথা, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার

স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা—সবই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অতিরিক্ত বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত আনা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই অনিয়ম পাঁচ বছর ধরে কীভাবে চললো? পর্যবেক্ষণ, অডিট ও তদারকি ব্যবস্থায় কি কোনো ঘাটতি ছিল? ইতিপূর্বে যারা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমনকি শিক্ষা কর্মকর্তারা কি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি এমন প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকসহ ওই পাঁচ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরও এ জবাদদিহীতার মধ্যে আনতে হবে।

এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্ত হওয়া জরুরি। কেবল অতিরিক্ত টাকা ফেরত আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং এমন উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি জাল সনদ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার সাহস না পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার চর্চার জায়গা। এখানে ভুয়া সনদ, বেতন জালিয়াতি এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি—সব মিলিয়ে যে অস্থির চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এখনই সংশোধন না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

দোয়েলের চিমনিসহ গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর দুটি ভাটার ইট

মেহেরপুরের গাংনীতে অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন। গতকাল সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানসূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন–২০১৩ লঙ্ঘন করে দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পরিবেশগত

গাংনীতে ট্রাক্টরের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠ পাড়ার কৃষক ওসমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শিশু শিহাবসহ তার কয়েকজন বন্ধু রাস্তার পাশের একটি ছোট্ট প্রাচীরের উপর বসে খেলাধুলা করছিল। পার্শ্ববর্তী একটি কৃষি জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা হচ্ছিল। খেলাধুলার একপর্যায়ে শিশু শিহাব আকস্মিকভাবে প্রাচীর থেকে নিচে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পরই তার উপর দিয়ে ট্রাক্টরের চাকা উঠে যায় এবং পিষ্ট হয়ে শিহাব গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার আগেই শিশুটি মারা যায়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও চাউল সংগ্রহের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ ধান ও চাল সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

‎‎সোমবার সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের আয়োজনে খাদ্য গুদাম চত্বরে আমন ধান ও চাউল সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়।

‎‎চলতি মৌসুমে গাংনীতে আমন ধান সংগ্রহের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৩ মেট্রিকটন, চালের লক্ষ্যমাত্রা ৩২৬ মেট্রিকটন। ধানের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কেজি প্রতি ৩৪ টাকা এবং চাল ৫০ টাকা। এর মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিসের আওয়াতাভুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ করা হবে এবং চুক্তিবদ্ধ চাল কল মালিকদের নিকট থেকে চাউল সংগ্রহ করা হবে।

‎‎এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাবিদ হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোছাঃ ইশরাত জাহান,উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মাসুম বিল্লাহ, কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক ইকবাল হোসেন, ওসি এলএসডি মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক মোহাম্মদ ফাহিম ফয়সাল, উপজেলা চাল কল মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ শহিদুল হক সহ উপজেলা বিভিন্ন কৃষক এবং চাল কল মালিকেরা।

চার দফা দাবিতে মেহেরপুরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মবিরতি

চার দফা দাবিতে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছেন দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) কর্মবিরতির অংশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির চলমান বার্ষিক পরীক্ষাও বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

এর আগে রোববার দীর্ঘদিনের পেশাগত মর্যাদা ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত দাবিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। এরপর বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদকে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত করা, পেশাগত মর্যাদা পুনর্বহাল, বেতন-ভাতা বৈষম্য দূরীকরণসহ অন্যান্য দাবি।

শিক্ষক নেতারা জানান, দাবি আদায় হলে শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে এবং ডিসেম্বরের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

গত ২৪ নভেম্বর থেকে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

কোর্স শেষ হয়নি, তবুও নেন বিএড স্কেলের বেতন

বিএড (ব্যাচেলর অব এডুকেশন) এর জাল সনদ দেখিয়ে পাঁচ বছর ধরে অতিরিক্ত বেতন নিচ্ছেন পাঁচ শিক্ষক। এতে সরকারের তহবিল থেকে প্রায় ১৪ লাখ টাকা বেশি নিয়েছেন তারা।

এ কাণ্ডের অভিযুক্তরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক দিলারা পারভীন, সহকারী শিক্ষক নার্গিস খাতুন, সহকারী শিক্ষক জাহানারা খাতুন এবং সহকারী শিক্ষক ফিরোজা খাতুন।

জানা গেছে, ২০১৯ সালের জুলাই মাসে সদর উপজেলার এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এমপি ভুক্ত হয়। ওই সময় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড পাশের জাল সনদ দেখিয়ে তারা উচ্চতর স্কেলে বেতন নিচ্ছেন।

বিএড বাদে চার শিক্ষকের মূল বেতন স্কেল হওয়ার কথা ১২ হাজার ৫০০ টাকা এবং প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল হওয়ার কথা ১৬৮০০ টাকা কিন্তু সহকারী ওই চার শিক্ষক ১৬ হাজার টাকা স্কেল এবং প্রধান শিক্ষক বাইশ হাজার টাকায় স্কুলের বেতন নিচ্ছেন।

আরও জানা গেছে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর কেন্দ্র